একগুচ্ছ কবিতা

মোঃ সেলিম রেজা

শিরোনামহীন কবিতা

ক) তুমি নেই বলেই....
নিসঙ্গ শূন্যতার মাঝে দীর্ঘশ্বাস
নিদ্রাভিভুত ব্যর্থ শেষমেষ জীবন
ব্যর্থ গগণপ্রসারী সবুজ প্রাণ
গভীর রাত্রি ঘন অন্ধকারে
বাবলা গাছের ছায়া ছুঁয়ে
স্তব্দ দিগন্তে নিঃশব্দ লোকালয়

খ) তুমি আছ বলেই....
জীবন মন্দিরের তানপুরায়
সুখ পাপড়ি নোঙর ফেলে
সুরের মূর্ছনা ঢেউ তুলে
স্বপ্নিল জীবনের প্রচ্ছদপটে
যৌবনের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে
উজ্জ্বল তারার মেলায়।

মঙ্গলগ্রহ

কেউ কোথাও নেই;
একা একাই চলি অসম রাজ্যে
তীরের মতো ছুটে আসা এক গাদা প্রশ্ন
কোনখানে নেই বসত, নেই মানুষজন
তবে কেন? শেষমেশ.....
নির্জন পথে পথিকের পায়ের রক্তছাপ!
শুনেছি পুরনো ছিটমহল ভাগাভাগিতে
রাক্ষস খেয়ে গেছে সরলরেখা।
সর্বনাশ, কুঁজো মাথায় ভয়ের ডিপো
ভূ-ত্বকে ফাটল ধরণীর উঠে নাভিশ্বাস,
স্বপ্ন ভেঙ্গে পড়ে ঝুরঝুরে মাটির মতো
সবুজ শূন্য পৃথিবীতে আর নয় বসবাস
খাঁ খাঁ শূন্যতায় যন্ত্রণার বিষফোঁড়া
তবে কী? মঙ্গলগ্রহই ভবিষ্যৎ স্বপ্ন বিলাস!

অতঃপর অন্ধকার

আলো-কালো খেলায় উদোম গায়ে
ভিজে দিন-রাত; যান্ত্রিক কোলাহলে নগরজীবন
প্রাত্যহিক রোজনামচায় কী আর লিখব
মায়ের কোলে শিশু কতটুকুই বা নিরাপদ
ক্ষিধের জ্বালায় বস্তির আমেনার মা
জলিলের বাপ চোখে ঝাপসা দেখে
বিলকিসের আদরে ছেলেটা হাড্ডিসার
গুড়ো দুধের দাম আকাশ ছুয়েঁছে।
অজোপাড়াগাঁয়ে ঘুমের ঘোরে সন্ধ্যা নামে
শহুরে দালানে নিদ্রা বেচাকেনার হিড়িক
রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ল্যামপোষ্ট
.....অতঃপর অন্ধকার
রঙ বদলানো জীবনের গল্প কী আর লিখব!

সময়ের চোখে স্বপ্ন

সময়ের বিস্তীর্ণ জালে আটক
'ডে-লাইট সেভিং টাইম সিস্টেম'
ব্যস্ততার জোয়ারে সকাল
ভাটার স্রোতে পুরো বিকেল
দিনের আলোর যোগফল-
বিদ্যুৎ সংকট হ্রাস;
আড্ডার টেবিলে যে যার মতো
শুধু পোড় খাওয়াই জানে জীবনের মানে কী?
প্রতিদিন প্রতিনিয়ত খাবি খাচ্ছে
সস্তা প্রলেপে আঁকা মেকাপের
আই লাইনারের মতো!
স্বপ্নের ফেরিওয়ালা ফেরি করে
কবি আসে কবিতা শোনাতে
বাঁশিওয়ালা বাঁশির সুর
গানওয়ালার হৃদয় ছোয়া গান
কবি আরও একটি কবিতা শোনায়
সময়ের দোলাচলে কাটে প্রহর
স্বপ্ন ভাঙ্গা-গড়ার লুকোচুরি খেলায়।

ইদানিং-১০

ইদানিং ঘড়ির শরীরে বাঁধ দিয়ে সময় আটকানো
সরল সমীকরণ দূরে ঠেলে
জটিল ব্যাকরণে মক্তপ্রায়
রথী-মহারথি কথা বিশারদগণ;
লোডশেডিং ক্যারিশমায়
ঘামের জোয়ারে ঘামাচি
ভ্যাপসা গরমে হিমশিম
অপেক্ষার প্রহর গুনে ক্লান্ত;
যেন জমিদারের অপেক্ষায় ভাড়াটিয়া।

অটোগ্রাফ

ক. দুঃ খের সাগরে ভাসতে পারো বলেই
দু'চোখে তোমার অথৈ নোনাজল

খ. প্রেম যদি এতো সহজ হতো
তবে বহু আগেই প্রেমিক হতাম

গ. যেদিন তোমার স্বপ্নগুলো আমাকে দিলে
আমি সেদিন থেকে আজ অবধি স্বাপ্নিক

ঘ. কষ্টে আছি বলেই
কষ্টের বুহ্য ভেদ করে চলি

ঙ. কষ্টে আছি বলেই
আরও কষ্টে কষ্ট কুড়াই

চ. ইদানিং ফটোগ্রাফ'র চেয়ে অধিক
প্রাণন্ত ভালোবাসার স্মারক অটোগ্রাফ।

সবুজে সবুজ মিশে একাকার

সবুজে সবুজ আসে-যায়
নাতিদীর্ঘ আলাপচারিতায়
রাজনীতি-অর্থনীতি, সাহিত্য সংস্কৃতি-
ভাবনায় জমে ওঠে জম্‌পেশ আড্ডা
চলমান রাজনীতি মার খায়
সাহিত্যনীতির কূটচালে,
কবি আসে কবিতা নিয়ে
স্বরচিত কবিতাগুলো সুর তোলে
বৃষ্টি মতন;
প্রাণ ফিরে পায় সবুজের চেয়ার-
টেবিল, চায়ের পেয়ালা, ফিল্টার-
পানি ভর্তি কাচের গ্লাস, টুথ পিক্
বয়ের পকেটে গুজানো ফেসিয়্যাল টিস্যু
আবাদী মানুষ গড়ে নেটওয়ার্ক, লিঙ্কস্
অহিংসুক ডুবসাঁতার শিল্পসহবাস
ভাবুক আড্ডা শেষে ফিরে যে যার গন্তব্যে
হপান্তে সবুজ সবুজের প্রতীক্ষায়

দিনলিপি-১

বহুবর্ণিল চিত্রকল্পে জীবন-জীবিকা
চেনা-অচেনায় পথ-পথিক;
মিল অমিলের দ্বন্দ্ব ভুলে-বেভুলে
চেনা-জানা সুর, দূর-বহুদুর;
অধ্যবসায় জ্ঞান-গান, মূলে-খুলে
রাগ-অনুরাগ কারণ-অকারণ।

বর্ষাকাব্য- ৩

সেদিন জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রিমঝিমঝিম বৃষ্টি দেখছিলাম । সবুজ পাতার ভাঁজ খুলে বৃষ্টির অঝোর ধারায় উঠোনের জলে শাদা বুদবুদ, মাচায় নুয়ে পড়া লাউয়ের কচি ডগা, পুকুরে হংস মিথুন-প্রেমিকের গোপন আদর। যেন কানে ভেসে আসছে বৃষ্টির ধ্রপদী সিম্ফনিক সুর। দূরে কাকভেজা কিশোরী আজলা ভরে জল নিচেছ! প্রকৃতিতে ফিরে সজীবতা, ঘোমটার ফাঁকে নববধূ স্বপ্ন প্লাবনে ভাসে। খানিকপর মনে হলো টেবিলে পড়ে থাকা বই-খাতাগুলো কাগজের নৌকা, ছেলেবেলায় খেলার ছলে পুকুরে ভাসানো ছোটো সাম্পান। বর্ষা-জলমাটির আজম্ম বন্ধন। .....বৃষ্টির মতো মিষ্টি মেয়ের প্রেম।

ছি!!

কি বা আমার অপরাধ
কতইবা আমার কষ্ট
কতখানি দুঃখ পেলে
আমি হবো নিঃশ্ব?
তুমিও বা কত দূরে
কতই বা তোমার সুখ

কতখানি আনন্দ পেলে

স্বপ্নের সাগরে ভাসবে?
ছি!!
তুমি আমি বড্ড পাগল
ভালোবাসার হাওয়ায় উড়ছি।

কুয়েত প্রবাসী মোঃ সেলিম রেজা, কুয়েত ইউনিভার্সিটিতে প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসাবে কর্মরত।